রামায়ণ অপেক্ষাকৃত ছোট আয়তনের বলে তা মহাভারতের বর্তমান রূপধারণের অনেক আগেই তার বর্তমান রূপ লাভ করেছে—এরূপ মনে করা অসঙ্গত নয়।

প্রশ্ন ৬। কালিদাসের নাটকসমূহ সম্পর্কে আলোচনা কর।

উত্তর। বিশ্ববরেণ্য মহাকবি কালিদাসের রচিত দৃশ্যকাব্য তিনটি—মালবিকাগ্নিমিত্রম্, বিক্রমোর্বশীয়ম্ এবং অভিজ্ঞানশকুন্তলম্। তিনটিই শৃঙ্গার-রসপ্রধান। মনে হয়, এগুলির মধ্যে প্রেমের এক ক্রমপরিণতির ব্যঞ্জনা আছে।

মালবিকাগ্নিমিত্রম্ ঃ এটি একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক এবং সম্ভবত কালিদাসের প্রথম বয়সের রচনা। অনিন্দ্যসুন্দরী বিদর্ভরাজকন্যা মালবিকা দুর্ভাগ্যক্রমে দস্যুহস্তে বন্দিনী হন এবং পরে শুঙ্গবংশীয় বিদিশারাজ অগ্নিমিত্রের মহিষী ধারিণীদেবীর কাছে আশ্রয় লাভ করেন। ধারিণীদেবী তাঁর নৃত্য ও ললিতকলা শিক্ষার ব্যবস্থা করেন। তাঁর ছবি দেখে ও পরে বিদূষকের সাহায্যে তাঁর লীলাচঞ্চল নৃত্যকলা দেখে রাজা মালবিকার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন। দ্বিতীয়া রাণী ইরাবতীর বাধা সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত পুত্রের বিজয়বার্তায় প্রসন্না ধারিণীদেবী নায়ক-নায়িকার বিবাহের ব্যবস্থা করেন।

এই নাটকে রাজপ্রাসাদের অভ্যন্তরের চিত্র ফুটে উঠেছে। সুন্দরী নায়িকার অঙ্গসৌন্দর্য, প্রেমিক-প্রেমিকার হাবভাব-লীলামাধুর্য ও হৃদয়-রহস্য কবিকল্পনায় সমুজ্জ্বল হয়ে এই নাটকে চিত্রিত হয়েছে। রাজার সখা বিদূষকের চরিত্রটি অসাধারণ। হাস্যকৌতুকী ভোজনপ্রিয় সাধারণ বিদূষক তিনি নন। বরং রহস্যে, কৌতুকে, কৌশলে, বুদ্ধিতে ও সহৃদয়তায় তিনি রাজার বয়স্যরূপে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছেন। নাটকটিতে চিন্তার পরিচয় না থাকলেও প্রেম, সম্ভোগ ও রূপতৃষ্ণার আকুতির সুন্দর প্রকাশে রসাস্বাদনে রসিক সমাজের তৃপ্তি ঘটে।

বিক্রমোর্বশীয়ম্ ঃ এটি কালিদাস বিরচিত একটি পঞ্চাঙ্ক নাটক। বেদ-মহাভারত-পুরাণের উর্বশী-পুরূরবার বিখ্যাত কাহিনীকে কালিদাস এই নাটকে তাঁর নাট্যপ্রতিভার যাদুস্পর্শে নূতন করে তুলেছেন। স্বর্গের অপ্সরা উর্বশী এবং মর্তের প্রতিষ্ঠানপুরের রাজা পুরূরবার মধ্যে প্রেমের ফলে ইন্দ্রের অনুমতিতে উভয়ের বিবাহ হয়। কিন্তু ইন্দ্রের শর্ত ছিল যে, রাজা পুত্রমুখ দর্শন করলেই উর্বশী স্বর্গে ফিরে যাবেন। তাঁদের আয়ু নামে এক পুত্র হয়। কিন্তু উর্বশী তাকে এক মুনির আশ্রমে লুকিয়ে রাখেন। কিন্তু ঘটনাচক্রে একদিন রাজা তার মুখ দেখে ফেলেন। ফলে উর্বশীর সাথে তাঁর বিচ্ছেদ ঘটে। কিন্তু সেই সময়ে দেবাসুরের যুদ্ধে রাজা দেবরাজকে সাহায্য করেছিলেন বলে পুরস্কারস্বরূপ তিনি সারাজীবন উর্বশীর সঙ্গলাভে ধন্য হন।

মূল গল্পে উর্বশীর সঙ্গে পুরূরবার চিরবিচ্ছেদ ঘটেছিল। কিন্তু কবি এখানে সাময়িক বিচ্ছেদের পর তাদের পুনর্মিলন ঘটিয়েছেন। বিচ্ছেদকালে বিরহকাতর রাজার করুণ বিলাপ খুবই মর্মস্পর্শী। গীতিকাব্যের চমৎকারিতায় তা হয়ে উঠেছে পৃথিবীর যে কোন সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। উর্বশীর অনুরাগের হিল্লোলে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে মর্তের প্রেম পিপাসা। মালবিকাগ্নিমিত্রের তুলনায় প্রেম এখানে আরো প্রগাঢ়।

অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ ঃ কালিদাসের তথা সংস্কৃত সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্। মহাভারতের শকুন্তলোপাখ্যানের সাধারণ কাহিনীকে নাট্যপ্রতিভায় অসামান্য করে তুলে সাত অঙ্কে নাটকটি রচিত হয়েছে। পৃথিবীর সাহিত্যেও নাটকটি এক অমূল্য সম্পদ।

কণ্বমুনির আশ্রমে দুষ্যন্ত শকুন্তলার সাক্ষাৎ, প্রেম এবং গান্ধর্ব মতে গোপনে বিবাহ হয়।

Scanned with CamScanner

কয়েকদিন পরে রাজা রাজধানীতে ফিরে যান এবং সেই দিনই দুর্বাসা মুনির অভিশাপে তিনি শকুন্তলাকে সম্পূর্ণ ভুলে যান। কণ্বমুনি পরে উভয়ের বিবাহের কথা জেনে গর্ভবতী শকুন্তলাকে রাজার কাছে পাঠালেও শাপের প্রভাবে রাজা তাঁকে প্রত্যাখ্যান করেন। পরে ঘটনাচক্রে শকুন্তলাকে দেওয়া রাজার নামাঙ্কিত আংটিটি পেয়ে রাজার উপর শাপের প্রভাব কেটে যায় এবং তিনি শকুন্তলাকে ফিরে পাবার জন্য আকুল হন। পরে ঘটনাক্রমে দেবপিতা কশ্যপের স্বর্গতপোবনে তপস্বিনী শকুন্তলা ও পুত্র ভরতের সাথে তাঁর আন্তর স্বর্গীয় প্রেমের মিলন ঘটে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের মতে মর্তের চঞ্চল-সৌন্দর্যময় পূর্বমিলন থেকে স্বর্গতপোবনে শাশ্বত আনন্দময় উত্তরমিলনে যাত্রাই অভিজ্ঞানশকুন্তলম্ নাটক। বৈদর্ভী রীতি, অলংকারের সুষমা, ছন্দের মধুর ঝঙ্কার, ভাব ও ভাষার এক অপরূপ সমন্বয় আর অতি সুন্দর চরিত্রচিত্রণে নাটকটি অনবদ্য। প্রকৃতিকে প্রকৃত রেখে কবি তাকে যেভাবে মানবের আত্মার আত্মীয় করে তুলেছেন, তার তুলনা বিশ্বসাহিত্যে বিরল। কণ্বমুনির বাৎসল্যের চিত্রও অসাধারণ। প্রথম পিতৃগৃহ ত্যাগের সময় কন্যার এবং তার আত্মীয়স্বজনসখীদের হৃদয়ছেঁড়া বেদনা এবং প্রকৃতির সাথে মানবের আত্মার আত্মীয়তার অসামান্য চিত্রণে চতুর্থ অঙ্কে শকুন্তলার পতিগৃহে যাত্রার দৃশ্যটি অনেকের মতে সর্বোত্তম। আবার পঞ্চম অঙ্কে নায়ক-নায়িকার অন্তর্দ্বন্দ্ব, লজ্জা, ভয়, বিস্ময় ও ঘনীভূত করুণ রসের সংযত বিকাশের অসাধারণ চিত্রণের জন্য শকুন্তলার প্রত্যাখ্যান দৃশ্যটিকেও অনেকে শ্রেষ্ঠ মনে করেন। পার্থিব সম্ভোগময় কাম থেকে স্বর্গীয় কল্যাণময় প্রেমে উত্তরণের এই নাটক সত্যই অতুলনীয়, অনবদ্য।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১২। ভাসসমস্যা প্রসঙ্গে আলোচনা কর।

উত্তর। মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রী ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে কেরালার পদ্মনাভপুরম-এর নিকট মনলিক্করনাথম্ নামক স্থানে স্বপ্নবাসবদত্তা প্রভৃতি ১০টি সম্পূর্ণ নাটক এবং দূতঘ… নামে একটি অসম্পূর্ণ নাটক আবিষ্কার করেন। পরে প্রতিমা ও অভিষেক নামে একই ধরনে… আরো দুটি নাটক আবিষ্কৃত হয়। এগুলির প্রাকৃত কালিদাসের নাটকের প্রাকৃত অপেক্ষা প্রাচীনত… এগুলিতে পাণিনির ব্যাকরণের নিয়ম এবং নাট্যশাস্ত্রের বিধান অনেক স্থলে লঙ্ঘিত হয়েছে… রাজশেখর বলেছেন যে, ভাসের রচিত নাটকগুলির মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্তাই শ্রেষ্ঠ। কালিদা… সশ্রদ্ধভাবে ভাসের নাম করেছেন। আবিষ্কৃত নাটকগুলির মধ্যে অনেক বহিরঙ্গ ও অন্তর… সাদৃশ্য আছে। এগুলির রচনাশৈলী একই রকম। এগুলি পড়ে বোঝা যায় যে, নাটকগুলি প্রা… কালিদাস যুগের কোন প্রতিভাবান নাট্যকারের রচনা। এগুলির মধ্যে স্বপ্নবাসবদত্তাই শ্রেষ্ঠ। এ… সকল কারণে গণপতি শাস্ত্রী মহোদয় এগুলিকে ভাসের নাটক বলেই মত প্রকাশ করেন।

কিন্তু পণ্ডিত রামাবতার শর্মা, হীরানন্দ শাস্ত্রী, পিশারোটি ভ্রাতৃদ্বয়, বার্নেট, লেভি, ক… প্রভৃতি পণ্ডিতবর্গ নিম্নলিখিত কারণে এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেন ঃ—

(ক) নাটকগুলিতে নাট্যকারের নাম নেই। পরবর্তী নানা গ্রন্থে এগুলি থেকে নানা উদ্… থাকলেও সেগুলিতে গ্রন্থকারের নাম নেই।

(খ) অনেক গ্রন্থে ভাসের স্বপ্নবাসবদত্তা ও অন্যান্য রচনা থেকে গৃহীত বলে এমন অ… উদ্ধৃতি পাওয়া যায় যা আবিষ্কৃত নাটকগুলিতে দেখা যায় না।

(গ) বাণভট্ট ভাসের নাটকের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন যেগুলি আবিষ্কৃত নাটকগু… সাথে মেলে। কিন্তু এগুলি দক্ষিণ ভারতীয় সব নাটকের পুঁথিরই বৈশিষ্ট্য।

(ঘ) নাট্যশাস্ত্রের নির্দেশ লঙ্ঘন সম্বন্ধেও একই কথা বলা যায়।

(ঙ) প্রাকৃতের প্রাচীনতরত্ব পুঁথির প্রাচীনতরত্ব বোঝালেও কালিদাস অপেক্ষা নাটকে… প্রাচীনতরত্ব নিঃসন্দেহে প্রমাণ করতে পারে না।

Scanned with CamScanner

(চ) পুঁথিগুলি কেরালার ছক্যর সম্প্রদায়ের কাছে পাওয়া গেছে। এই সম্প্রদায় সাধারণত বিভিন্ন নাট্যকারের নাটক ও নাট্যাংশ প্রয়োজনমত সম্পাদনা করে অভিনয় করে। একই ব্যক্তির সম্পাদিত বলেই আবিষ্কৃত পুঁথিগুলিতে একই রকম নানা বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। প্রকৃতপক্ষে এগুলি একই ব্যক্তির রচনা নয়।

উক্ত পণ্ডিতগণের মতে আবিষ্কৃত নাটকগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতক থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত বিভিন্ন সময়ের রচনা, কোনটিই ভাসের রচনা নয়। আবার ডা. সুক্থঙ্কর, হিবন্তার্নিৎস্, অধ্যাপক উল্নার প্রভৃতির মতে এগুলি ভাসের রচনা হলেও পরবর্তীকালের কোন কোন ব্যক্তির কিছু রচনা এগুলিতে প্রক্ষিপ্ত হয়েছে। এই সকল মতের আবর্তেই সৃষ্টি হয়েছে ভাস-সমস্যা।

তবে আবিষ্কৃত নাটকগুলি যে একই নাট্যকারের রচনা সে বিষয়ে নিম্নলিখিত যুক্তিগুলির সাহায্যে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় ঃ—

(১) প্রায় সব নাটকেই "নান্দ্যন্তে সূত্রধারঃ' কথাটির পর নাট্যকারের মঙ্গলাচরণ শ্লোক আছে।
(২) কয়েকটিতেই মঙ্গলাচরণ শ্লোকে মুখ্য পাত্রপাত্রীদের নাম পাওয়া যায়।
(৩) কয়েকটিতেই মঙ্গলাচরণের পর একই ধরনের শুরু দেখা যায়।
(৪) সকল নাটকেই প্রস্তাবনার স্থলে 'স্থাপনা' কথাটি দেখা যায়।
(৫) ছটি নাটকের ভরতবাক্যে "রাজসিংহঃ প্রশাস্তু নঃ" কথাটি আছে।
(৬) বিভিন্ন পদাধিকারী চরিত্রের একই নাম বিভিন্ন নাটকে দেখা যায়।
(৭) নাট্যশাস্ত্রে নিষিদ্ধ যুদ্ধবধাদি বিষয় কয়েকটি নাটকেই দেখান হয়েছে।
(৮) সব নাটকেই একই ধরনের প্রাচীন প্রাকৃতের ব্যবহার দেখা যায়।
(৯) একই বা একই ধরনের উক্তি ও শ্লোকাংশ বিভিন্ন নাটকে দেখা যায়।
(১০) একই ধরনের নাট্যনির্দেশনা, দৃশ্য ও পরিস্থিতি এবং 'ধ্রিয়তে' স্থলে 'ধরতে' ইত্যাদি অপাণিনীয় প্রয়োগ প্রভৃতি অনেক নাটকেই দেখা যায়।
(১১) সব কটি নাটকেই স্থাপনা (প্রস্তাবনা) অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এবং তাতে নাটক ও নাট্যকারের নাম নেই।
(১২) সবচেয়ে বড় প্রমাণটি আন্তর প্রমাণ। আবিষ্কৃত সব কটি নাটকেরই মূল প্রতিপাদ্য ক্ষমতাচ্যুতি ও ক্ষমতা পুনরুদ্ধার। অর্থাৎ একই মনস্তত্ত্ব সব নাটকেই কার্যকর।

সুতরাং নাটকগুলি নিঃসন্দেহে একই ব্যক্তির রচনা। এগুলির ভাষা এত সহজ-সরল-অকৃত্রিম যে, মনে হয় এগুলির রচনাকালে সংস্কৃত অন্তত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের কথ্যভাষা ছিল। স্বপ্নবাসবদত্তা প্রভৃতি নাটকের নাট্যকারের যে অত্যন্ত উচ্চশ্রেণীর প্রতিভা ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। সুতরাং বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রমাণ যতদিন না মেলে ততদিন এগুলিকে ভাসের রচনা বলেই গ্রহণ করা যায়।

প্রশ্ন ১৩। নাট্যকার ভবভূতি সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখ।

সংস্কৃত নাট্যজগতে কালিদাসের পরেই ভবভূতির স্থান এবং 'অভিজ্ঞানশকুন্তলার' পরেই তাঁর উত্তররামচরিতের স্থান। তাঁর রচিত নাটক তিনটি—মালতীমাধব, মহাবীরচরিত ও উত্তর-রামচরিত। অবশ্য প্রথমদিকে তাঁকে যথেষ্ট বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। ভবভূতি 'মালতীমাধবে' নিজের কিছু পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর জন্ম কাশ্যপ গোত্রীয় উদুম্বর সম্প্রদায়ের তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী পঞ্চাগ্নি-উপাসক ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁর পিতার নাম নীলকণ্ঠ এবং মাতার নাম জাতুকর্ণী। তাঁর উপাধি ছিল শ্রীকণ্ঠ। অনেকের মতে অবশ্য শ্রীকণ্ঠই তাঁর প্রকৃত নাম এবং ভবভূতি তাঁর উপাধি।

Scanned with CamScanner

কল্‌হনের রাজতরঙ্গিণীতে ভবভূতি ও বাক্‌পতিরাজকে কনৌজরাজ যশোবর্মনের সভাকবি বলা হয়েছে। বাক্‌পতিরাজ ভবভূতির নামের সশ্রদ্ধ উল্লেখ করেছেন। কাশ্মীররাজ ললিতাদিত্য যশোবর্মনকে পরাজিত করেন। বাক্‌পতিরাজ ৭৩৩ খ্রীষ্টাব্দের একটি গ্রহণের উল্লেখ করেছেন। যশোবর্মার রাজত্বকাল ল্যাসেনের মতে ৬৯৫-৭৩০ খ্রীষ্টাব্দ এবং রমেশচন্দ্র দত্তের মতে ৭০০-৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং ভবভূতির আবির্ভাবকাল সম্ভবত খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকের শেষভাগ অথবা অষ্টম শতকের প্রথমভাগ।

মালতীমাধব—দশ অঙ্কে রচিত শৃঙ্গাররসপ্রধান প্রকরণ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্য 'মালতীমাধব' সম্ভবত ভবভূতি বিরচিত প্রথম দৃশ্যকাব্য। পদ্মাবতীরাজের মন্ত্রী ভূরিবসু এবং বিদর্ভরাজের মন্ত্রী দেবরাত পরস্পর বন্ধু ছিলেন। ভূরিবসুর কন্যা মালতীর সঙ্গে দেবরাতের পুত্র মাধবের বিয়ের ব্যাপারে দুই বন্ধু প্রতিশ্রুত ছিলেন। সেই মত দেবরাত মাধবকে পদ্মাবতী নগরীতে পাঠান। সঙ্গে যান মাধবের বন্ধু মকরন্দ। ভূরিবসুও তাঁর বান্ধবীস্থানীয়া পরিব্রাজিকা কামন্দকীকে উভয়ের বিয়ের ব্যবস্থা করতে বলেন। কিন্তু পদ্মাবতীরাজ তাঁর নর্মসুহৃদ নন্দনের সঙ্গে মালতীর বিবাহে আগ্রহী ছিলেন। নন্দনের ভগিনী মদয়ন্তিকা ছিলেন মালতীর সখী। এক শিবমন্দিরে দেখা হওয়ায় মালতী-মাধব এবং মকরন্দ-মদয়ন্তিকার মধ্যে প্রণয় ঘটে। নানা বাধা-বিপদের সম্মুখীন হবার পর প্রণয়ী যুগলের বিবাহ হয়।

নায়ক-নায়িকার চরিত্র এখানে মকরন্দ-মদয়ন্তিকার তুলনায় যেন ম্লান হয়ে গেছে। ভারতে সামাজিক অবনতির যুগে রচিত এই দৃশ্যকাব্যে বৌদ্ধধর্মে নানা অলৌকিক ক্রিয়াকলাপ দেখা যায়। সে যুগের সমাজচিত্ররূপে এই দৃশ্যকাব্যটির ঐতিহাসিক মূল্য যথেষ্ট। সমালোচকগণের মতে সুদীর্ঘ বর্ণনা, সমাসবাহুল্য ও মাত্রাজ্ঞানের অভাব এই দৃশ্যকাব্যটির প্রধান ত্রুটি। তবে চরিত্র-চিত্রণে কবি যথেষ্ট নৈপুণ্য দেখিয়েছেন। করুণ ও বীভৎস রসের বর্ণনাতেও তাঁর নৈপুণ্য এখানে প্রকাশিত হয়েছে। বিদূষক এখানে অনুপস্থিত। কালিদাসের প্রভাব এই দৃশ্যকাব্যে সুস্পষ্ট।

মহাবীরচরিত—সাত অঙ্কে বিরচিত বীররসপ্রধান এই নাটকটি রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। রাম কর্তৃক তাড়কাবধ থেকে রাবণ বধের পর অযোধ্যাপ্রত্যাগত রামের রাজ্যাভিষেক পর্যন্ত কাহিনী নাটকটির বিষয়বস্তু। তবে এতে পরম নৈপুণ্যের সঙ্গে কবি নানা অভিনবত্বের অবতারণা করেছেন। যেমন—শূর্পণখাই এখানে মন্থরার রূপ ধরে কৈকেয়ীর নাম করে দশরথের নিকট বর প্রার্থনা করে রামচন্দ্রের বনবাসের ব্যবস্থা করেছে এবং বালীর সঙ্গে রাবণের মন্ত্রী মাল্যবানের সন্ধি হয়েছে। এইভাবে কবি কৈকেয়ী ও রামচন্দ্রের (বালীবধ) অপযশ নিবারণ করেছেন।

এই নাটকের নায়ক রামচন্দ্র একজন মহাবীর বলেই নাটকের নাম হয়েছে মহাবীরচরিত। 'মালতীমাধবে' যে সকল ত্রুটি-দুর্বলতা দেখা যায় সেগুলি এখানে কবি অনেকটা কাটিয়ে উঠেছেন।

উত্তররামচরিত—সাত অঙ্কে বিরচিত করুণরসপ্রধান নাটক 'উত্তররামচরিত' ভবভূতির শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। রামায়ণের উত্তরকাণ্ড নাটকটির কাহিনীর উৎস। কিন্তু অরণ্যবাসের চিত্রদর্শন, জনস্থানে রামের ছায়া সীতার অর্থাৎ অদৃশ্য সীতার স্পর্শলাভ, লব ও চন্দ্রকেতুর যুদ্ধ, বাল্মীকির উদ্যোগে রামচন্দ্র ও সর্বসাধারণের সামনে রামচরিত অবলম্বনে নাট্যাভিনয় ও তার মাধ্যমে সীতার অপবাদ স্খালন এবং পরিশেষে রামসীতার পুনর্মিলন প্রভৃতি কবির অনবদ্য স্বকীয় সৃষ্টি। এগুলি তাঁর অসামান্য নাট্যদক্ষতার পরিচায়ক।

নাট্যোৎকর্ষ ও যথার্থ কাব্যিক ভাবানুভূতির প্রগাঢ়তায়, বিশেষত গভীর করুণ রসের চিত্রণে

Scanned with CamScanner

উত্তররামচরিত সমগ্র সংস্কৃত সাহিত্যে একটি গৌরবময় সমুন্নত স্থান অধিকার করে আছে। দাম্পত্য প্রেমের এমন করুণমধুর চিত্র বিশ্বসাহিত্যেই বিরল। শেলীর মত ভবভূতির মতেও করুণরসই একমাত্র রস এবং তার চিত্রণে তিনি অসাধারণ পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছেন। এ বিষয়ে তিনি কালিদাসকেও অতিক্রম করেছেন। ভবভূতির প্রকৃতি বর্ণনা কালিদাসের সঙ্গে তুলনীয়। তবে তিনি প্রকৃতির মহান গম্ভীর রুদ্ররূপের বর্ণনাই বেশি করেছেন। অবশ্য হাল্‌কা রসের বৈচিত্র্য থেকে তিনি পাঠক-দর্শককে প্রায় একেবারেই বঞ্চিত করেছেন বলা যায়। গৌড়ী রীতির কবি বলে ভবভূতির রচনায় সমাসবাহুল্য পদ্যে এমনকি প্রাকৃত সংলাপেও প্রযুক্ত হয়েছে। এটি একটি ত্রুটিরূপে অনেকের কাছেই গণ্য হয়। অবশ্য ভাষার উপর অসামান্য দখল ছিল বলে তিনি প্রয়োজন বুঝে অনেক ক্ষেত্রেই সমাস ও শব্দের আড়ম্বর ত্যাগ করেছেন। শব্দবিন্যাসের মধ্যেই অর্থদ্যোতনার আভাস ভবভূতির রচনার এক লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতি ও মানবী জীবনের ভয়াল ও গম্ভীর দিকের সঙ্গে সঙ্গে কোমল, মধুর ও সুন্দরকেও শিল্পীর দৃষ্টিতে তিনি সুন্দরভাবে চিত্রিত করেছেন। এ বিষয়ে ভবভূতি বোধহয় কালিদাসকেও অতিক্রম করে গেছেন। তাঁর প্রেমের বর্ণনা ইংরাজ কবি বায়রনের বর্ণনার সঙ্গে তুলনীয়। ভবভূতি নিঃসন্দেহে কালিদাসের প্রায় সমকক্ষ নাট্যকার।

Scanned with CamScanner

প্রশ্ন ১৫। ভাস ও তাঁর রচনা সম্বন্ধে আলোচনা।

উত্তর। কালিদাস সহ বিভিন্ন কবি ও টীকাকার সশ্রদ্ধভাবে নাট্যকার ভাসের নাম উল্লেখ করেছেন এবং রাজশেখরের মতে তাঁর সর্বশ্রেষ্ঠ নাটক স্বপ্নবাসবদত্তা। কিন্তু ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দের আগে তাঁর কোন রচনা আমরা পাইনি। ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে মহামহোপাধ্যায় টি. গণপতি শাস্ত্রী কেরালায় মালয়ালম্ হরফে লেখা স্বপ্নবাসবদত্তম্ সহ কয়েকটি নাটকের পুঁথি আবিষ্কার করেন। পরে আরো কিছু পুঁথি আবিষ্কৃত হয়। এগুলিতে রচয়িতার নাম নেই। এগুলি সবই প্রতিভাধর কোন একজন প্রাচীন নাট্যকারেরই রচনা বলে মনে হয়। শাস্ত্রী মহাশয় এগুলিকে ভাসের নাটক বলেন। রচয়িতা সম্বন্ধে মতভেদ থাকলেও বিরুদ্ধে নিশ্চিত প্রমাণের অভাবে এগুলি ভাসের রচনা বলেই প্রচলিত হয়েছে। এগুলির সংখ্যা তের। ভাসের আবির্ভাবকাল আমাদের জানা নেই। তবে অনেকের মতে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যে তিনি আবির্ভূত হয়েছিলেন। নীচে ভাসের দৃশ্যকাব্যগুলি সংক্ষিপ্তভাবে আলোচিত হল।

(১) **প্রতিমা**—নাটকটি রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কৈকেয়ীর বরপ্রার্থনা অনুযায়ী রামের বনবাস ও দশরথের মৃত্যুর পর মাতুলালয় থেকে অযোধ্যায় আসবার পথে ভরতকর্তৃক প্রতিমাগৃহে উক্ত সংবাদ শ্রবণ, পরে বনে গিয়ে রামের পাদুকা এনে তার অভিষেক, সীতাহরণ, রাবণবধ ও সীতা উদ্ধারের পর অযোধ্যায় ফিরে রামের রাজ্যভার গ্রহণ—এই হল প্রতিমা নাটকের বিষয়বস্তু। এর মধ্যে প্রতিভার ছাপ সুস্পষ্ট।

(২) **অভিষেক**—রামায়ণের কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরকাণ্ড ও যুদ্ধকাণ্ড (বা লঙ্কাকাণ্ড) অবলম্বনে বিরচিত এই নাটকে বালির সঙ্গে রামের যুদ্ধ থেকে সীতার অগ্নিপরীক্ষা পর্যন্ত দেখানো হয়েছে।

Scanned with CamScanner

(৩) **মধ্যমব্যায়োগ**—এটি মহাভারত অবলম্বনে রচিত ব্যায়োগ শ্রেণীর রূপক। জননী হিড়িম্বার জন্য নরমাংস সংগ্রহ করতে ঘটোৎকচ এক ব্রাহ্মণপুত্রকে ধরলে তাকে রক্ষা করতে ভীম ও ঘটোৎকচের মধ্যে যুদ্ধ এবং শেষে পিতা-পুত্রের পরিচয় এই দৃশ্যকাব্যের বিষয়বস্তু।

(৪) **দূতবাক্য**—পাণ্ডব-দূত রূপে শ্রীকৃষ্ণ দুর্যোধনের সভায় এসে পাণ্ডবদের প্রাপ্য রাজ্যাংশ দাবি করলে দুর্যোধনের তা অস্বীকার ও শ্রীকৃষ্ণকে বন্দী করার চেষ্টা, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ প্রদর্শন এবং ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা—এই হল মহাভারত অবলম্বনে রচিত এই একাঙ্ক রূপকের বিষয়বস্তু।

(৫) **দূতঘটোৎকচ**—কৌরবদের হাতে অন্যায় যুদ্ধে অভিমন্যু বধে গান্ধারী ও ধৃতরাষ্ট্রের তীব্র নিন্দা, পাণ্ডবদূতরূপে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে কৌরবসভায় এলে অপমানিত হয়ে ঘটোৎকচের অপমানবোধ ও প্রতিশোধ গ্রহণের কথায় ধৃতরাষ্ট্র কর্তৃক তাঁকে শান্ত করা—এই হল মহাভারত অবলম্বনে রচিত এই নাটকের বিষয়বস্তু।

(৬) **কর্ণভার**—কৌরব সেনাপতি কর্ণ যখন রথে চড়ে অর্জুনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে চলেছেন, তখন এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে দেবরাজ ইন্দ্র এসে তাঁর শরীররক্ষক সহজাত অভেদ্য কবচকুণ্ডল চেয়ে নিলেন এবং তাঁকে 'শক্তি' নামে এক অমোঘ অস্ত্র দান করলেন—এই হল মহাভারত-অবলম্বনে রচিত এই নাটকের বিষয়বস্তু।

(৭) **উরুভঙ্গ**—গদা যুদ্ধে ভীমকর্তৃক দুর্যোধনের উরুভঙ্গ, দুর্যোধনকে দেখতে ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীর যুদ্ধক্ষেত্রে গমন, পাণ্ডববংশ ধ্বংস করবার জন্য অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা ও দুর্যোধনের মৃত্যু—এই হল মহাভারত অবলম্বনে রচিত এই নাটকের বিষয়বস্তু।

(৮) **পঞ্চরাত্র**—পাণ্ডবদের অজ্ঞাতবাসকালে কুরুপাণ্ডবের মধ্যে যুদ্ধের আশঙ্কা দূর করার উদ্দেশ্যে দ্রোণাচার্য দুর্যোধনকে দিয়ে একটি যজ্ঞ করান এবং যজ্ঞশেষে গুরুদক্ষিণারূপে তাঁর কাছ থেকে পাণ্ডবদের জন্য অর্ধরাজ্য চান। পাঁচ রাত্রির মধ্যে পাণ্ডবদের সংবাদ দ্রোণাচার্য এনে দেবেন এই শর্তে দুর্যোধন রাজি হলেন। অবশেষে ভীষ্ম ও দ্রোণের প্রচেষ্টায় পাণ্ডবদের সন্ধান পাওয়া গেল এবং তাঁদের অর্ধরাজ্য দেওয়া হল—এই হল মহাভারত অবলম্বনে রচিত এই নাটকের বিষয়বস্তু।

(৯) **বালচরিত**—সম্ভবত কোন প্রাচীন পুরাণের বা হরিবংশের কাহিনী অবলম্বনে এই পাঁচ অঙ্কের নাটকটি রচিত হয়েছে। শ্রীকৃষ্ণের জন্ম এবং তাঁর নানা অলৌকিক কার্যাবলি, কংসবধ ও উগ্রসেনের অভিষেক এতে দেখানো হয়েছে।

(১০) **অবিমারক**—লোককাহিনী অথবা কল্পনা অবলম্বনে এই প্রকরণ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যটি রচিত হয়েছে। দীর্ঘতপা নামে এক ঋষির অভিশাপে এক বছরের জন্য চণ্ডালত্ব-প্রাপ্ত সৌবীররাজ বিষ্ণুসেন কুন্তীভোজ নগরে বাসকালে 'অবি' নামক এক অসুরকে হত্যা করে 'অবিমারক' নাম লাভ করেন। একদিন তিনি মাতুলকন্যা কুরঙ্গীকে এক হাতীর আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন। উভয়ের মধ্যে প্রণয় ঘটে। অবিমারক চণ্ডাল জেনে কুরঙ্গীর পিতা বিবাহ দিতে চাইলেন না। কিন্তু কুরঙ্গীর ধাত্রীর এবং এক বিদ্যাধর প্রদত্ত আংটির সাহায্যে উভয়ের গোপন মিলন ঘটত। অবশেষে নারদের মধ্যস্থতায় উভয়ের বিবাহ হল। এই হল প্রকরণটির বিষয়বস্তু।

(১১) **চারুদত্ত**—লোককাহিনী অথবা কল্পনা অবলম্বনে এই চার অঙ্কের প্রকরণ শ্রেণীর দৃশ্যকাব্যটি রচিত হয়েছে। চারুদত্ত নামে এক বণিক ও বসন্তসেনা নামে এক গণিকার মধ্যে প্রণয় ঘটে। একদিন বসন্তসেনা চারুদত্তের গৃহে আশ্রয় নেন এবং তাঁর কাছে নিজের অলংকারগুলি গচ্ছিত রাখেন। কিন্তু সেগুলি চুরি হয়ে যায় বলে চারুদত্ত নিজ পত্নীর কণ্ঠহার

Scanned with CamScanner

বসন্তসেনাকে প্রদান করেন। অবশেষে বসন্তসেনা চারুদত্তের কাছে থেকে যান। এই হল প্রকরণটির বিষয়বস্তু।

(১২) প্রতিজ্ঞাযৌগন্ধরায়ণ—লোককাহিনী অথবা কল্পনা অবলম্বনে এই চার অঙ্কের নাটিকাটি রচিত হয়েছে। বীণাবাদননিপুণ বৎসরাজ উদয়ন একদিন মৃগয়ায় গেলে এক কৃত্রিম হস্তীর ছলনার মাধ্যমে অবন্তীরাজ প্রদ্যোত তাঁকে বন্দী করে নিয়ে আসেন। ক্রমে তাঁর কন্যা বাসবদত্তা ও উদয়নের মধ্যে বীণাশিক্ষার মাধ্যমে গভীর প্রণয় ঘটে। উদয়নের মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণের সাহায্যে বাসবদত্তাকে নিয়ে উদয়ন স্বরাজ্যে ফিরে আসেন—এই হল নাটিকার বিষয়বস্তু।

(১৩) স্বপ্নবাসবদত্তা—লোককাহিনী অথবা কল্পনা অবলম্বনে এই ছয় অঙ্কের নাটকটি রচিত হয়েছে। শত্রুকর্তৃক হৃতরাজ্য বৎসরাজ উদয়নের রাজ্য পুনরুদ্ধারের পরিকল্পনা অনুসারে রাজবাড়ী পুড়ে তাঁর নিজের ও রানী বাসবদত্তার মৃত্যু হয়েছে বলে প্রচার করে মন্ত্রী যৌগন্ধরায়ণ ছদ্মবেশে ছদ্মবেশিনী বাসবদত্তাকে নিয়ে মগধরাজকন্যা পদ্মাবতীর হস্তে গচ্ছিত রাখেন। সিদ্ধ জ্যোতিষীর ভবিষ্যদ্‌বাণী অনুসারে কিছুদিন পরে পদ্মাবতীর সঙ্গে উদয়নের বিবাহ হয় এবং মগধরাজের সাহায্যে উদয়ন হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। তারপর বাসবদত্তার সঙ্গে উদয়নের পুনর্মিলন ঘটে। এই হল নাটকটির বিষয়বস্তু।

ভাসের প্রতিটি দৃশ্যকাব্যেই তাঁর অসাধারণ প্রতিভার প্রকাশ দেখা যায়। তাঁর রচনা অত্যন্ত স্বচ্ছ ও প্রসাদগুণসম্পন্ন। ঘটনার ঋজু ও দ্রুত উপস্থাপন তাঁর রচনাশৈলীর এক প্রধান বৈশিষ্ট্য। শ্লোকগুলিও ঘটনার গতিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে তাঁর রচনা সহজবোধ্য হলেও তিনি একজন পরিণত শিল্পী, লোককবি নন। কাহিনীর উপস্থাপন, ঘটনাবিন্যাস, চরিত্রচিত্রণ ও নাটকীয় অনিশ্চয়তা তথা ঔৎসুক্য সৃষ্টির নিপুণতায় তিনি অনবদ্য। নিঃসন্দেহে তিনি এক মহান নাট্যকার।

Scanned with CamScanner